Cosmo School

নবম ও দশম শ্রেণি

বাংলা ১ম পত্র

জীবন সঙ্গীত

সংসারে টিকে থাকতে হলে অনেক যুদ্ধ বা সংগ্রাম করতে হয় বলে সংসারকে সমরাঙ্গন বলা হয়েছে। এ পৃথিবী শুধু স্বপ্ন আর মায়ার জগৎ নয়। এখানে মানুষকে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ও পরিজন নিয়ে বাস করতে হয়। সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রত্যেক মানুষকে এই জগৎসংসারে প্রতিনিয়ত পরিশ্রম ও যুদ্ধ করে যেতে হয়। এ জন্যই সংসারকে 'সমরাঙ্গন' বলা হয়েছে।
মানুষের ব্যক্তিগত দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-বেদনা থাকতেই পারে। তা সবাইকে জানিয়ে সারা জীবন ধরে কান্নার কোনো অর্থই হয় না। মানুষের জীবন-মন অসার নয় বলে তা সহজেই ভেঙে পড়ে না।

প্রশ্ন: 'জীবাত্মা' বলতে কী বোঝায়?

আমাদের জীবন কেবল নিছক স্বপ্ন নয়। কাজেই এ পৃথিবীকে কেউ যেন স্বপ্ন ও মায়ার জগৎ মনে করে কাতর না হয়। এ জগৎসংসারে মানব জন্ম ব্যর্থ নয়, এ জীবন রাতের স্বপ্নও নয়। সংসারে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ও পরিজন কেউ কারো নয়, এ কথাও ঠিক নয়। কারণ মানব জন্ম অত্যন্ত মূল্যবান। এই মূল্যবান জীবনে মিথ্যা সুখের কল্পনা করে দুঃখ বাড়িয়ে কোনো লাভ নেই এবং আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যও তা নয়। মানবজীবন সংক্ষিপ্ত হলেও সংসারের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের মধ্য দিয়ে জীবন তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে।

ব্যক্তিগত দুঃখ-বিষাদ-বেদনাকে নিজের মধ্যে রেখে মানুষ যদি তার মূল্যবান জীবনে সব সংকট মোকাবিলা করে, তবে মানবজীবন তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে। মানবজীবন নিছক স্বপ্ন নয়। সংসারে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ও পরিজন অত্যন্ত আপনজন। তাই সংসারে বাস করতে হলে সংসারের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে। বৈরাগ্যে নয়- প্রকৃত মুক্তি সংসারের দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়েই আসে।

কল্পনা ও অদৃষ্টের ওপর ভরসা করে বসে থেকে নিজের উন্নতি করা যায় না। কারণ মানুষের জীবন অনেক সম্ভাবনাময়, তাকে যত্ন করলে অর্থপূর্ণ করা যায়। মানুষের জন্য কাজ করে পৃথিবীকে নতুনভাবে গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে জীবন অর্থপূর্ণ করা যায়।

প্রশ্ন: কীভাবে ভবের উন্নতি করা যায়?

মানবজীবন শৈবালের শিশির বিন্দুর মতোই ক্ষণস্থায়ী। এই সংক্ষিপ্ত, ক্ষণস্থায়ী জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করতে হলে জগৎসংসারে মানুষকে সাহসী যোদ্ধার মতো সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হবে। মহাজ্ঞানী ও মহান ব্যক্তিদের আদর্শ পথ অনুসরণ করে চললে অন্যরাও স্মরণীয় ও বরণীয় হতে পারবে।

পৃথিবীতে কিছু মানুষ আছে যারা নৈরাশ্যবাদে বিশ্বাস করে। এরা সংসারের কোনো দায়িত্ব পালন না করে আকাশকুসুম কল্পনায় নিজের জীবন অতিবাহিত করে। কল্পনা অনুযায়ী যখন প্রাপ্তির খাতা শূন্য দেখে, তখন তারা হতাশায় জীবনকে বৃথা মনে করে। তাই এই মহামূল্যবান জীবনের অযথা অপব্যয় না করে যে কাজের জন্য সংকল্প করা হয়েছে- তা সঠিকভাবে পালন করলে হতাশা, বিষাদ, যাতনা মানবজীবনকে স্পর্শ করতে পারে না এবং জীবনে প্রকৃত সাফল্য অর্জিত হয়।

ক্ষণস্থায়ী জীবনকে সার্থক করতে হলে মানুষকে পরিশ্রমী, সংযমী ও ধৈর্যশীল হতে হয়। কপালের জোরে কেউ বড় হতে পারে না। কোনো কাজকে ছোট মনে না করে পারদর্শিতা অর্জনের মাধ্যমে নিজের ভাগ্য পরিবর্তন করতে হয়।

প্রশ্ন: 'বৃথা জন্ম এ সংসারে' কবি এ কথাটি বলেছেন কেন?
প্রশ্ন: 'ওহে জীব, কর আকিঞ্চন'—কেন এ কথা বলা হয়েছে?